তিস্তার বালুতে ঢেকে গেছে কৃষকের স্বপ্ন

উজান নেমে আসা পাহাড়ি ঢল আর ভারি বর্ষনে এবার লালমনিরহাটের তিস্তা ও ধরলা নদীর কুল ছাপিয়ে পানি লোকালয়ে ঢুকে বন্যার সৃষ্টি হয়। সপ্তাহ দুই আগে বন্যার পানি নেমে গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো ঘরে ফিরছে। ভেঙ্গে যাওয়া বসত-বাড়ি মেরামত কাজ চলছে। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন জমিতে লাগানো আমন ধানের চারাগুলো বালুতে ঢেকে গেছে।

সড়ে জমিনে দেখাযায়, বন্যা এবার স্থায়ী হওয়ার কারণে আবাদি জমিতে পানি বেশি দিন জমে ছিলো। তাই জমির জমাট বাধা বালুর স্তর সরে না যাওয়ায় জমিতে লাগানো ধানের চারাগুলো বালুতে ঢেকে যায়। তিস্তা ও ধরলার বুকে বালু মিশ্রিত পলি জমতে জমতে নদীর বুক প্রায় সমতল হয়ে গেছে। ফলে পানি বাড়ার সাথে সাথে নদীর কুল উপচে তীরবর্তী লোকালয়ের জমি তলিয়ে যায়। পানির সাথে বিপুল পরিমাণ বালুও চলে আসে। আর বালুতে ঢেকে যায় তাদের সোনার ফসল। ফলে কৃষক হয়ে যায় নিঃস্ব।

তিস্তা পাড়ের কৃষক জাকির হোসেন, মমতাজ উদ্দিন, আব্দুল যব্বারসহ অনেকেই এ প্রতিবেদককে শোনান তাদের স্বপ্ন ভাঙ্গার গল্প। জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার মধ্য গড্ডিমারী গ্রামের মনছুর আলী বলেন, তিনি ৪ বিঘা জমিতে আমন ধানের চারা রোপন করেছেন। এতে তার খরচ হয়েছে সাড়ে ৯ হাজার টাকা। কিন্তু বন্যায় তিস্তা নদীর বালুতে ঢেকে গেছে ৩ বিঘা জমির ধানের চারা। বন্যার পানির সাথে বিপুল পরিমাণে বালু এসে আবাদি জমিতে জমাট বেঁধেছে। পানি নেমে গেছে কিন্তু নামেনি বালুগুলো। তিনি জানান, বালুতে ঢেকে যাওয়া আবাদি জমিগুলোতে আর ফসল হবে না। তবে বালু সরাতে পারলে জমিগুলো আবাদযোগ্য হবে। এ কাজ খুব কষ্টকর। তবুও চেষ্টা করা হচ্ছে কোদাল দিয়ে বালুগুলো সরাতে।

হাতীবান্ধা উপজেলার তিস্তাপাড়ের সির্ন্দুনা গ্রামের কৃষক সাদেকুল ইসলাম জানান, ২০১৭ সালের বন্যায় তার ৫বিঘা জমিতে বালুর স্তর জমে ছিলো। আজো সেগুলো আবাদযোগ্য হয়নি। এ বছরেও বন্যার পানিতে বয়ে আসা বালুতে ঢেকে গেছে আরো দুই বিঘা আবাদি জমি। আবাদি জমির উপর বন্যার পানি স্থায়ী হলেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উপজেলার তিস্তা তীরবর্তী সির্ন্দুনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরল আমিন বলেন, বন্যার সময় আবাদি জমির উপর বালুর স্তর জমা আর পরবর্তীতে জমিগুলো অনাবাদী হওয়া নদী এলাকার বড় সমস্যা। এই ইউনিয়নে গত কয়েক বছরে কয়েক শত বিঘা জমি বালুতে ঢেকে গেছে। এসব জমি অনাবাদী হয়ে প্রান্তর জুড়ে-মাঠের পর মাঠ বালু চরে পরিনত হয়েছে। আর জমিতে ফসল ফলাতে না পেরে নিঃস্ব হয়ে গেছে তিস্তা পাড়ের ৫শতাধিক কৃষক। যাদের এক সময় ছিল গোলা ভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরু।

লালমনিরহাট কৃষি সস্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিধু ভুষণ রায় জানান, বন্যার পানির সাথে নদীর বালু এসে মাঠের পর মাঠ আবাদি জমিকে অনাবাদী করেছে, যার সঠিক কোনো হিসাব নেই। তবে এ বছরের বন্যা স্থায়ী হওয়ায় নদীর তীরবর্তী বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি বালুতে ঢেকে গেছে।

লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী বজলে করিম বলেন, নিয়মিত তিস্তা ও ধরলা নদী খনন ছাড়া এ সমস্যা থেকেই যাবে। তবে তিস্তা নদী খনন ও তীর সংরক্ষণে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে এবং চলতি অর্থ বছরে তা বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে বলেও তিনি জানান।